সটীক রঘুবংশম্

শিউলি বসু
সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

ভূমিকা

কবি পরিচিতি ঃ

আদি কবি বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের পরবর্তিকালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল কবি প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, তন্মধ্যে মহাকবি কালিদাসের প্রতিভা সর্বাগ্রগণ্য। আলঙ্কারিক রাজশেখর একদা তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন,

> "একস্য তিষ্ঠতি কবের্গৃহ এব কাব্যমন্যস্য গচ্ছতি সুহৃদ্‌ভবনানি যাবৎ।
> ন্যস্যাবিদগ্ধবদনেষু পদানি শশ্বৎকস্যাপি সঞ্চরতি বিশ্বকুতুহলীব॥"
>
> (কাব্যমীমাংসা/চতুর্থ অধ্যায়)

মহাকবি কালিদাসের মধ্যে রাজশেখরের এই বক্তব্যের সার্থক রূপায়ণ হয়েছে, তিনি যথার্থ মহাকবি ছিলেন বলেই তাঁর কাব্য দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে বিদেশের সমালোচকদের আকর্ষণ করেছিল। জার্মাণ কবি গ্যেটে ছিলেন কালিদাসের কাব্যের অন্যতম সমালোচক। এছাড়া উইলিয়ম্ জোনস্, হামবল্‌ডট্, স্যার মনিয়র উইলিয়ম প্রমুখ বহু মনীষী নিজ নিজ পদ্ধতিতে মহাকবি কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমীহ জ্ঞাপন করেছেন। অধ্যাপক ল্যাসেন কালিদাসকে বলেছেন—The brightest star in the firmament of Indian Poetry'.

মহাকবি কালিদাসের এই বিপুল জনপ্রিয়তার পশ্চাতে অবশ্যই তাঁর কাব্যপ্রতিভা অন্যতম প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আনন্দবর্ধন বিরচিত 'ধ্বন্যালোক গ্রন্থের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আনন্দবর্ধন 'প্রতীয়মানার্থ' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
> অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্॥" (ধ্বন্যালোকঃ ১/৬)

'তদ্ বস্তুতত্বং নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাং ভারতী অলোকসামান্যং প্রতিভাবিশেষং পরিস্ফুরন্তমভিব্যনক্তি। যেনাস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ঃ দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয়ঃ ইতি গণ্যন্তে।' অর্থাৎ মহাকবিদের বাণী সেই স্বাদু অর্থবস্তু ক্ষরিত করে তাঁদের উজ্জ্বল অলোকসামান্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে অভিব্যক্ত করে। সেই সারভূত বস্তু ক্ষরিত করে মহাকবিদের বাণী তাঁর আলোকসামান্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুরিত করে অভিব্যক্ত করে। এইজন্যই এই পৃথিবীতে বিচিত্র কবিপরম্পরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কালিদাস প্রভৃতি কেবলমাত্র দুই-তিন পাঁচ ছয়জনই মহাকবি হিসাবে পরিগণিত হন।